যুগান্তর

তারিখ 25 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলাকে গুম করা হয়েছে

স্ত্রীর অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরিরের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম মাওলাকে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী শাহীদা আহমেদ। সোমবার গোলাম মাওলার আইনজীবী মনসুর হাবীবের চেম্বারে সংবাদ সম্মেলন করে এই হিজবুত নেতার স্ত্রী বলেন, আমার স্বামীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশও তার কোন হদিস দিতে পারেনি। শাহীদা বলেন, ড. মাওলা জামিন পাওয়ার পর বুধবার বিকালে তার জামিনদার লতিফ আহমেদ কাশিমপুর কারাগারে গিয়ে জেলার আবুল বাশারকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখান। কিন্তু মাওলাকে জামিনদারের হাতে তুলে না দিয়ে জেলার ডিবি পুলিশ পরিচয়ধারী কতিপয় ব্যক্তির হাতে তুলে দেন। এভাবে বেআইনিভাবে জেলগেট থেকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত তার কোন হদিস নেই। চারদিনে তাকে কোন মামলায় গ্রেফতার দেখানো

হয়েছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

হয়েছে :-গুম করা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। আমাদের বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে কিছু জানানো হয়নি। তাকে সম্পূর্ণ গুম করে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে গোলাম মাওলাকে গ্রেফতারের কথা 'স্বীকার' করেছিল বলেও দাবি করেন তার স্ত্রী। শাহীদা বলেন, আমার অসহায় চার কন্যাসহ পুরো পরিবার নিশ্চিত নই যে, তিনি কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন। এর চেয়ে কাশিমপুর কারাগারে বিনা বিচারে আটক থাকাই ভালো ছিল। স্বামীর মুক্তির জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

শাহীদা আহমেদের এ অভিযোগের বিষয়ে জানিয়ে গোলাম মাওলার হদিস জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মাসুদুর রহমান বলেন, আমরাও তাকে খুঁজছি। ২০১০ সালের ২ মার্চ উত্তরা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোকাররুজ্জামান সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গোলাম মাওলার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। একই বছরের ৮ জুলাই রাজধানীর কাঁটাবন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মাওলাকে। পরে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। গোলাম মাওলাকে ২৩ জুলাই ছয় মাসের জামিন দেয় হাইকোর্ট। এ জামিন আদেশ স্থগিতে রাষ্ট্রপক্ষের করা একটি আবেদনও বুধবার খারিজ করে দেন আপিল বিভাগের অবকাশকালীন চেম্বার বিচারপতি। এরপরই তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। কিন্তু জেলগেট থেকেই আবার আটক হন।

গোলাম মাওলা ধানমণ্ডি এলাকার সৈয়দ তাজুল ইসলামের ছেলে। এর আগে ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গোলাম মাওলাসহ হিযবুত তাহরীরের ১০ জনকে রাজশাহী থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি মুক্তি পান। নিরাপত্তার জন্য হুমকি বিবেচনায় ধর্মভিত্তিক সংগঠন হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশকে ২০০৯ সালের ২২ অক্টোবর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 'উগ্র ধর্মীয়' মতবাদের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ, জার্মানি, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তানসহ বিভিন্ন দেশে হিযবুত তাহরীরের কার্যক্রম নিষিদ্ধ।